গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

জুলাই/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৮.০৭.২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ৩০.০৬..২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.১। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

যুগ্ম সচিব (ভূমি) জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের ২ পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা.হচ্ছে। বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
জানুয়ারি/২০১৬	৪.৯৮	৫.৫৬	১০.৫৪
ফেব্রুয়ারি/২০১৬	৩.১৬	৩১.৮৩	৩৪.৯৯
মার্চ/২০১৬	২.৫৭	৩৬.১৯	৩৮.৭৬
এপ্রিল/২০১৬	৫.৫৭	১৩.৮০	১৯.৩৭
মে/২০১৬	৭.৫০	৯.২৩	১৬.৭৩
জুন/২০১৬	১.২৮	২.২৫	৩.৫৩
৬ মাসে মোট	২৫.০৬	৯৮.৮৬	১২৩.৯২

উল্লেখ্য, অতি:সচিব(প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে গত ৩০.০৫.২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত জুন/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১০(দশ) টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত স্থান নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বরাদ্দ করার জন্য এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১১.০১৪.১২ (অংশ-১)৬৯৯৩ তারিখ ২০-০৪-২০১৬ এর মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের ভূসম্পত্তি বিভাগের চাহিদাসহ আরও অন্যান্য মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবৈধ রেল ক্রসিংগুলোর আশে-পাশের দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অবৈধ স্হাপনা করার সময় সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে বাধা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পাকশী/লালমনিরহাট) এর উচ্ছেদ কাজ পরিচালনাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ব্যবস্হা করার জন্য জিএম (পশ্চিম), রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৩) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

(৪) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৫) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্থানসহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

(৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট, জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন এবং আগামী সভায় বছরের আয় বৃদ্ধি সম্ভাব্য উপায় সমূহ সুপারিশ উপস্থাপন করবেন।

(৮) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(৯) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১০) অবৈধ স্থাপনা করার সময় সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাধা দিবেন।

(১১) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিস সমূহ পরিদর্শন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪।যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.০২। বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, জুন/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি । পূর্বাঞ্চলে এ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে এ মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৮১টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১১১টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭০টি। জুন/২০১৬ মাসে মোট আদায় ১০,৮৭,৫৩০/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৯,৫৭,৫৩০/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৩০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৫২,৪৮,৪৭২/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,২০,৭০,৯৭৮/- টাকা।

ডিজি, বিআর জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

মাস	পূর্বাঞ্চল (লক্ষ টাকা)	পশ্চিমাঞ্চল (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)
জানুয়ারী/১৬	০.৬৫	১.৮২	২.৪৭
ফেব্রুয়ারী/১৬	১.৩২	১.৩০	২.৬২
মার্চ/১৬	১.০৭	১.৫০	২.৫৭
এপ্রিল/১৬	১.২৬	১.৫০	২.৭৬
মে/১৬	১.০৭	১.৮০	২.৮৭
জুন/১৬	৯.৫৮	১.৩০	১০.৮৭
মোট =	১৪.৯৫	৯.২২	২৪.১৭

সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশি- ষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে সভা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

মহাপরিচালক, আরো জানান বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রয় এবং দখলস্থানান্তরের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ মামলাটি দীর্ঘদিন শুনানীর পর গত ১৩.০১.২০১৫ তারিখে খারিজক্রমে রেলওয়ের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৬.০৩.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী ১৭,৮১০ বর্গফুট রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদারকে জরুরিভিত্তিতে উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ দি -রেলওয়ে মেন্স ষ্টোরস লিঃ কর্তৃক মহামান্য আদালতে লীভ টু আপীল নং-১০০৭/২০১৫ মহামান্য আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (ভূমি) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত আধা-সরকারী পত্রের ছায়ালিপি ২২.০৬.২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ চাওয়ার জন্যও বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানানো হয়েছে যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা হতে বিভিন্ন সংস্হার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক কর পরিশোধ করতে হবে।

(৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০৪। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি।

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (ভূমি) জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিস্পত্তির বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে গত ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ অনুযায়ী বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের নিমিত্ত সাইডিং লাইন নির্মাণের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত দেয়ালের মধ্য হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২.০৭.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর না করার কারণে বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। বিষয়টি সুরাহার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ৩১.০৩.২০১৬ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(২) রেলওয়ের অনুকুলে ৬০ ফুট জায়গার দখল আপাতত নিতে হবে।

(৩) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/ (সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

৪.০৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ড় করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদেও বিপরীতে ২৫৭ জনকে গত ৩০.০৬.২০১৬ তারিখে অফার লেটার ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়া ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদে ছাড়পত্রের বিপরীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৩ ক্যাটাগরির মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন আছে। নব-নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নবসৃষ্ট ৩০০ টি এএসএম পদের ১০০% পদ পূরণের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।
(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
(৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) টেকনিক্যাল জরুরী ASM/LM/PM পদগুলির অবশিষ্ট ১০% পদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।
(৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.০৬। ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, নিয়োগ বিধিসহ ক্যাডার কম্পোজিশন ও জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী পিডি, রিফর্ম এর অধীনে কনসালটেন্ট কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে। যা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) এ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(২) ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.০৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

অডিট শাখা জানান যে, মে/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬৮৬ট। মে/২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ১২টি। মে/২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৭৪টি , সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৬১টি, অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৪টি, খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি, নিষ্পত্তিকৃত- ১২টি, নতুন আপত্তির সংখ্যা- ৫টি।

ডিজি,বিআর জানান যে, ২৮-৬-১৬ হতে ২১-৭-১৬ তারিখ পর্যন্ড় ২ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.০৮। বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি বিআর জানান যে, পেনশন কেস দ্র"ততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুর"ত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। মে/২০১৬ এর জের ৬টি, জুন/২০১৬ মাসে নতুন কেইস ১টি এবং নিষ্পত্তি ২টি। জুন/২০১৬ এর জের ৫টি। পেনশন কেসসমূহে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.০৯। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা হতে জানানো হয়েছে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের গতমাস থেকে আগত মামলার সংখ্যা-১৫৯১, বর্তমান মাসে দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা-০৮, আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা-০টি, মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা-১৫৯৯টি।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৩ (শৃঙখলা) শাখা জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫০টি। চলতি মাসে শুরু হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ২টি। চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪০টি । ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৬টি । ৩ মাসের মধ্যে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি । অনিষ্পন্নকৃত বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫১টি

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মে/২০১৬ মাসের জের ২৯৩ টি, মে/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৯টি, নিষ্পত্তি হয়েছে৩৫টি। জুন/২০১৬ মাসের জের ৩০৭ টি । যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশিণ্টষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১০। পরিদর্শন।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) 'সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪' মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন ।

(২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(৩) কর্মকর্তাগণ ঢাকার বাহিরে পরিদর্শন শেষে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।

২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।

৪.১১। ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

আলোচনাঃ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। e-filing system চালু করণের জন্য প্রশিক্ষণ সম্পাদন হয়েছে। অতিশীঘ্রই ই-ফাইল কার্যক্রম শুরু হবে।

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দ্বারা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে এবং আপডেট কার্যক্রম চলমান। ২ দফায় রেলভবন ঢাকায় কর্মরত মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে e-filing system এর উপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। সিএসটিই (টেলিকম), রেলভবন, দপ্তরের সংশিণ্টষ্ট শাখার কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণসহ পরীক্ষামূলক e-filing system চালু করা হয়েছে। ইজিপি চালুর লক্ষ্যে ২০ জন কর্মকর্তাকে ২ ব্যাচে ২৪.০৭.২০১৬ হতে ২৮.০৭.২০১৬ এবং ৩১.০৭.২০১৬ হতে ০৪.০৮.২০১৬ মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিভাগে ই-জিপি কার্যক্রম চালু করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

(২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত থাকায় অবিলম্বে e-gp কার্যক্রম শুর" করতে হবে।

(৪) জুন ২০১৬ এর জিএম(পূর্ব) ও জিএম(পশ্চিম) এর কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের এ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (উঃ ও পঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১২। রেলওয়ে পুলিশের কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ জানান যে, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের আরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender -দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ইতোমধ্যে সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশিণ্টষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাল টিকেটের র"ট খুজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাত্রী সচেতনার জন্য ফ্লিপ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। যাত্রী সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।

(২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৪) আরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৬) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপির আবাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন।

(৭) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৮) জাল টিকিট এর র"ট খুঁজে বের করতে হবে।

(৯) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(১০) নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

(১১) ট্রেনে ঢিল ছুড়ে মারা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিসি টাংগাইল, কুমিল্লা কে পত্র দিতে হবে। জেলা আইন শৃংখলা সভায় বিষয়টি আলোচনার জন্য অনুরোধ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.১৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।

আলোচনাঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৪। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় ২৮-০৬-২০১৬ হতে ২০-০৭-২০১৬ পর্যন্ড় কোন অভিযোগ বা চিঠি পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন।
(২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন।
(৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৫। তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেপার কার্টিং সমূহ সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩১ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিংয়ের বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) এ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৬। কে. পি. আই

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কেপিআই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
সভাপতি কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং আর.এন.বি সমন্বয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। সভাপতি কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ করে কেপিআইসমূহ review করার জন্য ডিজি, বিআর কে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.১৭। নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, আন্তঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার জুন/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৯০%, ৮১%, ৮৫% । মে/২০১৬ মাসে আন্তঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯২%,৮০.৫০%, ৮৭%। বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে।
(২) বর্তমানে জ্বালানী তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।
(৩) কন্টেইনার পরিবহনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। জুন/২০১৬ মাসে মোট ১১৬টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৪২৬ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত মে/২০১৬ মাসে মোট ১২৭টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬৩৮২ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল।

সিদ্ধান্তঃ

(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহণ নিশ্চিত করবেন।
(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
(৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মাসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম)।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন)প্রকৌশলী/মেকানিকাল, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.১৮। জিআইবিআর ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Final Report পেশ করেছে। রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে Railway Act 1890 সংশোধন হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
(২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

৪.১৯। টাস্কফোর্সের কার্যক্রম।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, ট্রেনের ভিতর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে। জুন/১৬ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৬৬০ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২২৯ টি ও এমজিতে ৯৭ টি মোট ৩২৬ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআর গণ কে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত কাজ অব্যাহত রয়েছে। ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত মে/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১২ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
(২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২০। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, গত ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্ড়বায়নে সর্বোচ্চ গুর"ত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বার্ষিক কর্মম্পাদন চুক্তিতে উলেণ্ডখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্ড়বায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.২১। বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যাত্রী মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ৮৯১.২৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মে,২০১৬ পর্যন্ড় ১১ মাসের ৮৫৫.০৪ কোটি আয় হয়।

সভাপতি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার অনেক বেশী রাজস্ব আদায়ের কারণে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব ও পশ্চিম)কে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে।
(২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২২। বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ইউনিফরম প্রাপ্ত কর্মচারীদের-কে কর্মক্ষেত্রে পরিধান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং পরিপালন করা হচ্ছে। বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফরম বরাদ্দ দেয়া চলামান আছে। বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী কর্মচারীগণকে ধোলাই ভাতা প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।
(২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে।
(৩) কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৩। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।

আলোচনাঃ
বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জানানো হয়েছে যে, রেলওয়ের প্রশিক্ষন একাডেমি, চট্টগ্রামে রেক্টর নিয়মিত পদ সৃজনের প্রস্ড়াব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমির ১০ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্ড়রকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী অর্থ বছর (২০১৬-২০১৭) গ্রহণ করা হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে একটি কর্মকর্তা হোস্টেল তৈরী করা হচ্ছে এবং কর্মচারীদের জন্য ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণার্থী কর্মচারী হোস্টেল তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্ব স্ব বিভাগের সিনিয়র কর্মচারী ও কর্মকর্তা হতে প্রশিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে বাহিরের রিসোর্স পার্সন দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তেরী করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ
(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
(৩) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে।
(৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৭) ভবিষ্যতে নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে।
(৮) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।
(৯) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ।
৩। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।

৪.২৪। জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন ।

আলোচনাঃ
ডিজি, বিআর হতে জানানো হয়েছে যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা-১, রেলভবন, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহ সাব-লেট প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

আলোচনাঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জানানো হয়েছে যে, রেলওয়ে বাসায় অননুমোদিত অতিবাসের কারণে সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিকট হতে দন্ড হারে বাসা ভাড়া আদায়সহ প্রয়োজনে রেলওয়ে বাসা হতে সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে/হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান রেলওয়ে বাসায় কোন সাব-লেট নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের বাসা বরাদ্দ নিয়ে সাব-লেট প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নকরত তদন্ড় পূর্বক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
এছা রেলওয়ের কোয়াটার গুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্রগাম/রাজশাহী-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
(৩) খিলগাঁও রেলওয়ে কোয়াটার এ হিজরাদের অবৈধ দখলের বিষয়ে ডিআরএম ঢাকা গত ৯.০৫.২০৬ তারিখে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ড় কমিট গঠন করেছে। তদন্ড় কমিটি ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে বাসাটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তদন্ড় রিপোর্ট দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ড় রিপোর্টের সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ
(ক) জরুরি ভিত্তিতে কলোনী বাসীদের শান্ড়ি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে হিজরাদের কলোনী এলাকা হতে উচ্ছেদের মাধ্যমে বিতারিত করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে।
(খ) বাসাটির বরাদ্দ বাতিল করে উচ্ছেদের মাধ্যমে বাসাটি খালি করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্তমান বরাদ্দকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে কমিটি মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাবলেট প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক তালিকা করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে।
(৩) খিলগাঁও রেলওয়ে কোয়াটার এ হিজরাদের অবৈধ দখলের বিষয়ে জিএম(পূর্ব) কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। পরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২৬। রেলওয়ে নিরপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্তঃ

আলোচনাঃ
সভাপতি রেলওয়ে স্টেশন, স্থাপনা কেপিআই এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বোপরি যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান। তিনি জানান ইতিমধ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে আহবায়ক করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বলেন ট্রেনে উঠার আগে প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল করে যাত্রীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করা যেতে পারে। এছাড়া যাত্রী সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হ্যান্ড আউট, ভিডিও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত বিদেশীদের নিরাপত্তার জন্য তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। ট্রেনে উঠার আগে প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল করে যাত্রীদের যাতায়াতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। যাত্রী সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হ্যান্ড আউট, ভিডিও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।

৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৪.২৭। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচী চূড়ান্তকরণ।

আলোচনাঃ

সভায় আগামী ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত কর্মসূচী অনুসরণপূর্বক যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্যের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সোমবার সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

(২) পুষ্পস্তবক অর্পণ ও রক্তদান কর্মসূচী আয়োজন করা হবে।

(৩) আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

(৪) জাতীয় কর্মসূচী আলোকে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর সমূহ স্ব স্ব কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। সকল দপ্তর জুলাই ২০১৬ মাসে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ফলো-আপ সভা করবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/৭/১৬

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব